শিল্পসৃজনের নামে হওয়া নারীবিরোধী প্রয়াসকে প্রশ্ন করতে হবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্র কর্তৃক সাক্ষরিত আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থা আজো নারীকে সমান অধিকার ভোগ করতে দেবার ব্যাপারে সার্বিকভাবে প্রস্তুত নয়। সমাজ দুইভাবে নারীকে এই অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করে : ১. অধিকার ভোগের উপযোগী হয়ে নারীকে গড়ে উঠতে দেয় না, ২. নানা প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে যারা সে অবস্থায় উপনীত হয়, বিভিন্নভাবে তাদের অধিকারভোগের সে সুযোগকে প্রতিহত করে। এর নেপথ্যে কাজ করে নারীকে সমমর্যাদায় দেখতে না-পারার মানসিক বৈকল্য। বিদ্যমান এ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করাটা এ সময়ের একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতার চার দশকে সমাজ নানাদিক থেকে অনেকখানি বদলেছে। এ বদল এসেছে নারী-পুরুষ উভয়ের দ্বারা। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সে বদলের সুফলও ভোগ করছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই বিপুল পরিবর্তনের সিংহভাগই হয়েছে বাহ্যিক ও বস্তুগত পর্যায়ে। পাশাপাশি অন্তর্গত ও মনোজাগতিক পরিবর্তন ঘটলেও তার মাত্রা ততটা ব্যাপক নয়। এ পর্যায়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ এই যে, সমাজের সিংহভাগ মানুষের মনে আজো নারীর জন্য কোনো সম্মানজনক স্থান প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এটি উপলব্ধি করা যায়, নারীর প্রতি হয়রানি ও সহিংসতামূলক ঘটনার বাড়-বাড়ন্ত দেখে।

আমরা জানি, শিল্পসাহিত্য ও গণমাধ্যম অন্য সবকিছুর পাশাপাশি সমাজমানসে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ভূমিকা সবসময় যে ইতিবাচক হয় তা নয়; আমরা দেখেছি, প্রায়শই এসব মাধ্যম, বিশেষ করে শক্তিশালী গণমাধ্যম টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, নারীপ্রশ্নে সমাজে নেতিবাচক ভূমিকাও পালন করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে সনাতনী ভূমিকায় রূপায়ণ করে নির্মিত নাটক ও বিজ্ঞাপনচিত্র (টিভিসি) জনমানসে প্রচলিত নারীবিরোধী ধারণাকে আরো জোরদার করে। তাছাড়া কোনো কোনো নাটক ও বিজ্ঞাপনচিত্র নারীকে স্রেফ সহজভোগ্য যৌনবস্তু হিসেবে রূপায়িত করে থাকে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ভূমিকাকে ভয়ানক না-বললে সত্যের অপলাপ হয়। খুব কম বাণিজ্যিক ছবিই পাওয়া যাবে, যেটি নারীকে হয়রানির শিকারে পরিণত করাকে প্রেমের প্রথম পাঠ হিসেবে দেখায় না। কেবল বাণিজ্যিক ছবির কথাই বা বলা হবে কেন, অনেক বিকল্পধারার সিনেমাও এসব অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। গত কয়েক বছরে দেশে যৌন হয়রানিকে যে ভয়াবহ রূপে দেখতে পাওয়া গেছে, সেসবের নেপথ্যে এসব শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের ভূমিকাকে ছোট করে দেখবার উপায় নেই।

শিল্পকর্মের সঙ্গে সামাজিক দায়দায়িত্বের সম্পর্ক নিয়ে নতুন-পুরানো নানা বিতর্ক আছে। আমরা এ পরিসরে সেসব বিতর্কের ভিতরে প্রবিষ্ট হতে চাই না। এখানে কেবল এই প্রশ্নটা তুলে রাখতে চাই যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণে নারীর জন্য সংবিধানসম্মত জীবনযাপনের সুযোগ প্রতিষ্ঠায় সমাজে যখন সমসাময়িক জ্ঞান এবং বিপুল পরিমাণ শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে সরকারি-বেসরকারি খাতে বিভিন্ন প্রয়াস নেয়া হচ্ছে, তখন শিল্পসৃজনের নামে সেসব প্রয়াসকে ভেস্তে দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উলটো মত প্রতিষ্ঠাকারী উদ্যোগগুলোকে কি বিনাপ্রশ্নে ছেড়ে দেবার সুযোগ আছে? প্রভাব সৃষ্টিকারী শিল্প ও সমাজ্জন এবং নীতি-নির্ধারকদের এ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করা জরুরি বলেই আমাদের মনে হয়।

জুলাই ২০১২